ওঁং গনেশায় নম!

বিপ্লব পাল

আমেরিকানরা বলে Rat God। ইদানিং আমেরিকায় ভারতীয় এইচ.ওয়ান.বি বিরোধী যত ওয়েব সাইট আছে, তাতে ভারতীয়দের ওরা বলে র‍্যাট গড ওরশিপিং ইন্ডিয়ান। এইসব ইঁদুর দেবতার ভক্তরা সফটওয়ার মার্কেটে আমেরিকানদের স্বভূমে রিফিউজি বানিয়েছে। ইঁদুরের যারা পুজো করে, তারা আবার সফটওয়ার করবে কি টাইপের ব্যাপার আর কি! র‍্যাট গড ওরশিপিং আমেরিকান স্ল্যাং এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সম্প্রতি।

ভারতে অধিকাংশ হিন্দু যেসব পূজো অর্চনা করে তার সবটাই প্যাগানিজম। আদিবাসি সংস্কৃতির ধারার সাথে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের ককটেল। 'গা' এর অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি, 'না' মানে জ্ঞান। মানে হলো গিয়ে গনেশ হচ্ছে জ্ঞান এবং আক্কেল বুদ্ধির দেবতা (গনপতি, বিনায়ক ইত্যাদি নানা নামে হিন্দুরা এর পুজো করে)। তাহলেই বুঝুন গনেশের পুজো করে আম-ভক্তদের বিদ্যাবুদ্ধি এতোই বেড়েছে, তারা গনেশ দুধ খাচ্ছে ইত্যাদি জাতীয় বিশ্বাসে মগ্ন। বিজেপির কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব ডায়ালগ ঝাড়ছেন, এটা নাকি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের জন্য 'কলিযুগে' বাবা গনেশের কীর্তি! ইন্টারনেটেও এই গনেশের দুধ খাওয়া নিয়ে অনেক সাইট আছে*। হিন্দুরা দাবী করেছেন তাদের ধর্মই সত্য ধর্ম (True religion), কারণ তাদের দেবতা দুধ খেয়ে নিয়ে জনগণের মাঝে অলৌকিকতার প্রমাণ দিয়েছে। অন্য ধর্মের উপাস্য দেবতারা কি এমন কীর্তি ঘটিয়ে দেখিয়েছে কখনো?

কীর্তিই বটে। গাছ কি করে মাটি থেকে জলটানে তারা সেটা জানলেই সবাই বুঝতে পারতো গনেশের শুঁড় কি ভাবে 'ক্যাপিলারি' একশনের মাধ্যমে জল বা দুধ টানছে। জল খুব শক্তিশালি পোলার অনু এবং অধিকাংশ সারফেসের সাথে বেশ জোরালো আকর্শনে আবদ্ধ। ফলে সরুক্যাপিলারি বেয়ে জল বা দুধের মতন জলীয় পদার্থ অনায়েসেই উঠতে পারে। এটা শুধু গনেশের দুশ খাওয়া কেন, স্ট্র দিয়ে পেপসি কোলা কাওয়ার সময়ও যে কেউ দেখতে পাবে। এছাড়া ম্যাস-হিস্টেরিয়ার ব্যাপার তো আছেই†। সে জন্য ভারতের মূর্তি দুধ খাওয়া শুরু করার কিছুদিন পর নাকি সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে ক্যানাডার মন্দিরের মূর্তিগুলোও দুধ খাওয়া শুরু করে দিল! প্রবীর ঘোষ, স্যানাল এডমারাকু সহ ভারতীয় যুক্তিবাদীরা এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তো তো আছেনই, জেমস রান্ডি সহ অনেকেই বৈজ্ঞানিকভাবে ধর্মবাদীদের যুক্তি খন্ডন করেছেন‡। যুক্তিবাদীদের কেউ কেউ নিজেরাই গনেশের মুর্তি বানিয়ে তাকে কোক, ফান্টা, হুইস্কি, বিয়ার, গোমূত্র সবই খাইয়ে ছেড়েছেন।

---

* উদাহরণ স্বরূপ www.milkmiracle.com সাইটে যাওয়া যেতে পারে।

† তথ্যের জন্য দেখুন, http://www.ibnlive.com/news/science-behind-milk-drinking-gods/19175-11.html

‡ James Randi, Milk-drinking statues, http://www.randi.org/hotline/1995/0027.html

অবশ্য বৈজ্ঞানিক সত্যিতে আর কি যায় আসে! গনেশ বাবাজীপন সেই ঋকবেদের সময় থেকে ভারতীয়দের বিদ্যাবুদ্ধি এতো উদ্ধার করেছেন আজো তারা ইঁদুর পুজো করছে। পশুপাখি-গাছপালা পুজো করা একদিয়ে ভালো, কারণ এতে পশুপাখি এবং প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। সেটাই পাগ্যানিজমের উজ্জ্বল দিক। অন্যদিকে এমনতরো কুসংস্কারে আবদ্ধ সমাজ কি ভাবে সামনের দিকে এগোবে সেটাও চিন্তার বিষয়। আর অপচয়ের ব্যাপারটা ত আছেই। ভারতের মত হত-দরিদ্র রাষ্ট্রে যেখানে মানুষ দু-বেলা খেতে পায় না, সেখানে গামলা গামলা দুধ গণেশের শুঁড়ে তুলে দিয়ে কি অর্থহীন অপচয়! এ বিলাসিতা কি আমাদের সাজে? অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে, আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই বিবর্তনে বিশ্বাস করে না-বাইবেলের ছহাজার বছর সৃষ্টিতত্ত্বেই তাদের মানসিক বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ। তাও আমেরিকা রাষ্ট্র হিসাবে বিদ্যা-বুদ্ধি এবং শক্তিতে পৃথিবীতে প্রথম। তাহলে এই ধাঁধার উত্তর কে দেবে?

সামাজিক বিবর্তনেই এর উত্তর মিলবে। আসলে সমাজের উত্তোরন না অবনমন তা অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমাজের উৎপাদন শক্তি। এটা অনেক কিছুর ওপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি পায়-যেমন শিক্ষার মান এবং পরিকাঠামো, বাজার অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীলতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পর্ক , সম্পদ বন্টনের পদ্ধতি, সামরিক শক্তি দিয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা ইত্যাদি। তাই অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারা, আমাদের এই উৎপাদন কাঠামোয় কতটা ক্ষতি করে সেটা নির্নয় করা জরুরী। যেমন গুজরাট ভারতের মধ্যে সবথেকে বেশী হিন্দুত্ববাদি রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক এগিয়ে। নাস্তিক কম্যুনিউস্ট দেশগুলি থেকে কুসংস্কার আচ্ছন্ন আমেরিকা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং জনকল্যানে অনেক বেশী অগ্রসর। কারণ গুজরাট বা আমেরিকা ধার্মিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকলেও উন্নতির জন্য ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করেছে- যার উৎপাদন শক্তি সমাজতন্ত্রের চেয়ে বেশী। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে আমরা লেলিনতান্ত্রিক অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছি। অর্থাৎ গনেশের দুধ খাওয়া বা বিবর্তনে না বিশ্বাস করা একমাত্র কুসংস্কার নয়। রাজনৈতিক মতবাদে অন্ধ বিশ্বাসও কুসংস্কার বিশেষত সেটা যদি অবৈজ্ঞানিক হয়ে থাকে। পৃথিবীর অনেক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই ভুল এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিলো। সেজন্য আমরা দেখেছিলাম স্ট্যালিনের জামানায় জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর বারোটা বাজিয়ে দিয়ে কিভাবে লাইসেঙ্কুজমের অন্ধবিশ্বাস প্রমোট করা হয়েছিল।

সুতরাং কুসংস্কার সর্বত্র। এই কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেতে গেলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সমাজের প্রতিটি চুক্তি নির্নয়ে, রাজনীতির প্রতিটি আনাচে কোনাচে বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা আনতে হবে। পৃথবীতে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সব থেকে কম জার্মানীতে। জার্মানী মৌলিক গবেষনা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষনায় আমেরিকার থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য সেই সব গবেষনার ফল বাজারে খুব বেশী পৌঁছাচ্ছে না বা পৌঁছালেও সেটা সম্ভব হচ্ছে আমেরিকার কোম্পানীগুলির মাধ্যমে। অর্থাৎ শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আনা যথেষ্ট নয়। এই empericism ছড়াতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

জার্মানিতে স্কুলে ধর্মতত্ত্ব পড়ানো হয়। আমার এক বন্ধুপত্নী মাইকা জার্মানীতে ধর্মশিক্ষা এবং গণিতের শিক্ষিকা। আমি ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম জার্মানীতে ধর্মের নামে কি পড়ানো হয়। মোটামুটি যা বুঝেছি জার্মানীতে প্রবল বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়। এটার প্রয়োজন বিতর্কিত। কিন্তু হিটলারের সোসাল ডারউইনিজম নিয়ে অমানবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জার্মান সরকার এটা সিলেবাসে রেখেছে। তা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে জার্মানিতে একটা ভালো কাজ হয়েছে। সবাই স্কুলে ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করায়, এবং পাশাপাশি বিজ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় থাকায়, ধর্মের ভূত জার্মান সমাজে সব থেকে কম। একটু চোখ খুললেই দেখা যাবে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সব থেকে যারা ভালো কোরান পড়েছেন এবং বোঝেন, তারাই সব থেকে বেশী ইসলাম বিরোধী। কারণ ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করলেই, ধর্মের বুজরুকি সবার আগে বোঝা যায়। অবশ্য যদি বিজ্ঞানের শিক্ষাটা আগে থেকে ঠিক ঠাক থাকে। সুতরাং স্কুলে পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর আরো বেশী জোর দিতে হবে।

ড. বিপ্লব পাল, আমেরিকাতে বসবাসরত পদার্থবিদ, গবেষক এবং লেখক। এক সময় ভিন্নমতের মডারেটর ছিলেন, বর্তমানে www.fosaac.tv সম্পাদনার সাথে জড়িত।